الخطيب: فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/حفظه الله

موضوع الخطبة: الخصائص الثلاثون لشهر رمضان (1)

لغة الترجمة: البنغالية

المترجم: عبد الرحمن بن لطف الحق

الإيميل: rashidlutful@gmail.com

https://t.me/raidraif

খুতবার বিষয়ঃ **রামাযান মাসের ত্রিশটি বৈশিষ্ট্যসমূহ**

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে মুসলিমগণ, আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, তাকওয়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর)।

অতএব তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আযাব থেকে সাবধান হও, তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর অবাধ্য হয়ো না, এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা হিকমত ও প্রয়োজন অনুসারে মনোনীত করেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বোত্তম। তাই তিনি কিছু ফেরেশতাকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কিছু গ্রন্থকে অন্য গ্রন্থের উপর, কিছু নবীকে অন্যদের উপর এবং কিছু স্থানকে অন্য স্থানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই মত কিছু মাসকে অন্য মাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের জন্য কল্যাণের মৌসুম প্রস্তুত করে

রেখেছেন, যাতে নেক আমল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, পাপের কাফফারা হয় এবং মুমিনদের মর্যাদা জান্নাতে উন্নীত হয়।

আল্লাহর বান্দাগণ! রমাযানের সাধারণত ত্রিশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

১- এটি ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। ইবনু উমার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত- আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা, সালাত কায়িম করা, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা ও রমাযানের সিয়াম পালন করা) [1]।

২- রোযার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হল ইসলামের পূর্বেও রোযার বিধান দেওয়া হয়েছিল। এ থেকে রোযার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ বলেন: (হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার)।

৩- রোজার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল যে আল্লাহ রোজাকে আল্লাহ নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন। যা থেকে অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় এর মাহাত্ম্য বোঝা যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (রোযা ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য, তাই আমিই এর প্রতিদান দেব)।

রোজা 'রিয়া' বা প্রদর্শনপ্রিয়তামুক্ত হওয়ার কারণেই আল্লাহ তাকে নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন।

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য সমস্ত ইবাদতের মধ্যে শুধুমাত্র রোযাকে নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন। এ থেকে রোযার মর্যাদা ও গুরুত্ব বোঝা যায়। কারণ রোযা প্রদর্শনপ্রিয়তামুক্ত এবং এটি বান্দার মধ্যে একটি গোপন বিষয়। একমাত্র তার রব তা দেখতে পান, কেননা রোজাদার লোকের শূন্যস্থানে থাকে এবং আল্লাহ তাকে রোযার অবস্থাই যা নিষেধ করেছেন তা করতে সক্ষম থাকে, তাসত্তেও সে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে এবং তার পুরস্কারের আশায় এটি ছেড়ে দেয়।

৪- রমজানের রোযার একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, আল্লাহ তার প্রতিদান নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন, তাই তিনি বলেছেন: (রোযা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব)।

তাই তিনি অন্যান্য নেক আমলের মতো সংখ্যা বিবেচনা না করে, তিনি নিজেই পুরস্কার দেওয়ার কথা বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেননি যে, রোযার সওয়াব দশগুণ। বরং তিনি এর অনির্দিষ্ট সাওয়াবের কথা বলেছেন। তাই এটি রোযার মহত্ত্ব প্রকাশ করে। আর আল্লাহ তা'আলা

---

(1) বুখারী (৮), মুসলিম (১৬)।

সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তাই তাঁর পুরস্কার সেই অনুপাতেই হবে।

৫- রোযার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এতে তিন প্রকার ধৈর্য পাওয়া যায়। আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিহারে ধৈর্য এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার মতো আল্লাহর কষ্টকর আদেশে ধৈর্য্য ধারণ করা। এভাবে রোযাদার ব্যক্তি ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: (ধৈর্য্যশীলদেরকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে)।

৬- রোযার একটি বৈশিষ্ট্য হল যারা রোযা রাখে তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের একটি দরজা প্রস্তুত করে রেখেছেন যা দিয়ে তারা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (জান্নাতের মধ্যে রায়য়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে সিয়াম পালনকারী লোকেরা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ তাদের সঙ্গে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে বলা হবে, সিয়াম পালনকারী লোকেরা কোথায়? অতঃপর তারা সে দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের শেষ লোকটি প্রবেশ করার পরই দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আর কেউ প্রবেশ করবে না) [2]।

৭- রোযার একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি ঢাল (অর্থাৎ, জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা)। উসমান বিন আবিল আস (রাঃ) বললেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, (সাওম ঢাল স্বরূপ, তোমাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়) [3]।

৮- রমযান মাসের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রমাযানের সিয়াম ব্রত পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়) [4]।

মালিক বিন হাসান বিন মালিক বিন হুয়াইরিষ তাঁর পিতা হতে, তিনি (হাসান) তাঁর (মালেকের) পিতামহ (মালিক বিন হুয়াইরিস) হতে বর্ণনা করে বলেন, (একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে চড়েন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, আমীন অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, আ-মীন। অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ

([2]) বুখারী (১৮৯৬), মুসলিম (১১৫২), শব্দটি বুখারির।

([3]) ইমাম আহমাদ (৪/২২), মুসনাদের মুহাক্কিকগণ বলেন এর সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

([4]) বুখারী (৩৮), মুসলিম (৭৬০)।

পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন। তখন আমি (প্রথম) 'আ-মীন' বললাম) [5]।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআহ থেকে আর এক জুমুআহ এবং এক রমাযান থেকে আর এক রমাযান, তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফফারাহ হয়ে যাবে যদি কাবীরাহ গুনাহ হতে বেঁচে থাকে) [6]।

৯- রামাযানের রোজার একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি মুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক। রোজাদার ব্যক্তি যখন মনে করবে যে, তার আশেপাশের সবাই রোযা রাখছে, তখন এটি তার জন্য সহজ হবে এবং তাকে এই ইবাদত করার জন্য উত্সাহিত করবে।

১০- রোযার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যা আল্লাহ তা'আলা রোযাদার ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন আর তা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা রোযাদার ব্যক্তির দুয়া কবুল করেন। এর দলীল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়ঃ (এক) পিতা-মাতার দু'আ, (দুই) রোযাদার ব্যক্তির দুআ, (তিন) মুসাফিরের দু'আ)[7]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ (তিন ব্যক্তির দু'আ রদ হয় নাঃ ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোযাদার যতক্ষণ না ইফতার করে এবং মজলুমের দু'আ) [8]।

১১- রামাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য যে, যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ (যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়) [9]।

১২- রমাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে, রামাদানের রাত্রিতে নফল 'ইবাদাত করলে বহু পরিমাণে সাওয়াব পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (ইমামের সাথে যদি কোন লোক (ফরয) নামাযে শামিল হয় এবং ইমামের সাথে নামায আদায় শেষ করে তাহলে সে লোকের জন্য সারা রাত (নফল) নামায আদায়ের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়) [10]।

১৩- রমযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য যে এই মাসে বেশি বেশি করে সাদকা দেওয়া মুস্তাহাব। ইবনু

([5]) আহমাদ (২/২৪৬-২৫৪), ইবনে খুযাইমা (৩/১৯২), এর আসল মুসলিমের নিকট রয়েছে (২৫৫১)। এবং আলবানী এটিকে সহীহুত তারগীব গ্রন্থে (৯৯৭) হাসান সহীহ বলেছেন।

([6]) মুসলিম (২৩৩)।

([7]) বাইহাকী (৩/৩৪৫), আনাস বিন মালিক থেকে, আলবানী আস সহীহা গ্রন্থে (১৭৯৭) উল্লেখ করেছেন।

([8]) ইমাম আহমাদ (৯৭৪৩), মুসনাদের মুহাক্কিকগণ বলেন এর সানাদ বিভিন্ন শাওয়াহিদের কারণে সহীহ।

([9]) বুখারী (৩৭), মুসলিম (৭৬০)।

([10]) বুখারী আবুদাউদ (১৩৭৫), আবু যার থেকে শুয়াইব আরনাঊত এটিকে সহীহ বলেছেন।

‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমাযানে জিবরাঈল (আঃ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন) [11]।

১৪- রামাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে এই মাসে উমরাহ পালনের সাওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে বলেনঃ (রমযান মাস এলে তুমি উমরাহ কর। কারণ এ মাসের উমরাহ একটা হাজ্জের হজের সমান) [12]।

১৫- রামাযানের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এ মাসে বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (শাইতান ও দুষ্ট জিনদেরকে রামাযান মাসের প্রথম রাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয় এবং এর দরজাও তখন আর খোলা হয় না, খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজাগুলো এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেনঃ হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! বিরত হও। আর বহু লোককে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এ মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক রাতেই এরূপ হতে থাকে) [13]।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতি ইফতারের অর্থাৎ প্রতি রাতে বেশ সংখ্যক লোককে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেন) [14]।

১৬ ও ১৭- রামাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এই মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (যখন রমাযান মাস আরম্ভ হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়) [15]।

১৮- রামাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এই মাসে শয়তানদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়। এর দলীল হচ্ছে উপরে দুটি হাদীস। শয়তানদের

শিকলে বন্দী করা হয় তাই তারা এই মাসা কুমন্ত্রণা দিতে পারে না, যেমন অন্য মাসে দেয়।

([11]) বুখারী (৬), মুসলিম (২৩০৮)।

([12]) বুখারী (১৭৮২), মুসলিম (১২৫৬)।

([13]) তিরমিযী (৬৮২), ইবনে মাজাহ (১৬৪২), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন, সহীহুল জামি (১৩৪০)।

([14]) আহমাদ (২২২০২), শব্দটি তারই এবং আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনে মাজাহ (১৩৪০)।

([15]) বুখারী (১৭৯৯), মুসলিম (১০৭৯)।

ফলে পাপের হার রামাযান মাসে হ্রাস পায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, শুধুমাত্র অবাধ্য শয়তানদের বন্দি করা হয়।